দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 15 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু প্রশাসনিক পদে নারীর অবস্থান নাজুক কেন?

পুরুষের সমপর্যায়ের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা বাংলাদেশের নারীর আছে। নারী তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে। তবুও মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে বঞ্চিত করছে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে।

অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নারীরা কোণঠাসা। এখানকার উঁচু প্রশাসনিক পদে নারীর অবস্থান প্রায় শূন্যের কোঠায়। ফলে নারী-পুরুষের অবস্থানে রয়েছে ভারসাম্যহীনতা। নারীরা রয়েছেন কেবল অধ্যাপনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নারী। এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১২১৪ জন। পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা ৯১৫, নারী শিক্ষকের সংখ্যা ৩২০ জন। ২১ জন ছুটিতে থাকায় বর্তমানে কর্মরত ২৯৯ জন, ১৯২১ সালে ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৮৭৭ জন ছাত্র ও ৬০ জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করে। তখন তিনটি অনুষদে সর্বমোট ১২টি বিভাগ ছিল।

গত ৮০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যার সাথে সাথে নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু বাড়েনি প্রশাসনিক উঁচু পদে নারীর পদচারণা। অধ্যাপনায় নারীরা ভাল একথা পুরুষরা মেনে নিতে বাধ্য হলেও নারীরা প্রশাসনিক দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য একথা পুরুষ মোটেও বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করেন না বলেই নারীর অবস্থান নাজুক। অবশ্য শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও কোন প্রক্টর, কোষাধ্যক্ষ বা উপাচার্য পদে নারী নেই। অথচ যে নারীরা অধ্যাপনার উঁচু পদে, অর্থাৎ সিনিয়র শিক্ষক বা চেয়ারম্যান পদে আসীন তাঁরাও প্রশাসনিক পদে তাঁদের যোগ্যতা দেখাতে পারেন।

এদিকে গত ১২ নবেম্বর জিন্নাতুননেছা তাহমিদা বেগম উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু প্রশাসনিক পদে নারীর অবস্থান কেবলমাত্র শূন্যের কোঠা থেকে একধাপ উন্নীত হয়েছে। তবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উঁচু পদ যেমন উপাচার্য, ডিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রেজিস্ট্রার, কোষাধ্যক্ষ, প্রক্টর পদে কোন নারী নেই। এসব পদে দীর্ঘ ৮০ বছরে কখনও কোন নারীকে দেখা যায়নি। এ পদগুলো সবসময়ই পুরুষরা অলঙ্কৃত করে রয়েছেন। উঁচু পদ বলতে কেবলমাত্র এ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার পদে একজন নারী রয়েছেন। এ পদে গতবছর নিয়োগ পান মাহফুজা হক। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য পদ দু'টি রাজনৈতিক। এ পদগুলোতে ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক নিয়োগ দেয়া হয়। গত ৮০ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ জন উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁরা সবাই পুরুষ। যদিও দুই দুইজন নারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ শাসন করেছেন এবং করছেন, তবু নারীর ভাগ্যে উপাচার্য হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে সিন্ডিকেটে

নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ৩ জন অধ্যাপককে মনোনয়ন দেয়া হয়। এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান, চ্যান্সেলর তাঁকে নিযুক্ত করে থাকেন। ১৯৭৩ সালে এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়। অবশ্য জাতীয় নির্বাচনের পর দেশীয় রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, চ্যান্সেলর ইচ্ছা করলেই উপাচার্য পদে পরিবর্তন আনতে পারেন। এ এখতিয়ার তাঁর রয়েছে। এ যাবতকালে দেখা গেছে, নির্বাচনের সময় যে প্যানেল করা হয় সেই প্যানেলে কোন নারী প্রতিনিধি কখনও মনোনয়ন পাননি। অথচ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী। দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব খুব নিষ্ঠার সাথেই পালন করেছেন। তিনি বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। উপাচার্য হিসাবে নারীর মনোনয়ন না পাওয়ার পিছনে তাঁদের পুরুষ সহকর্মীরা শিক্ষক রাজনীতিতে নারীর "অনাগ্রহ"কেই দায়ী করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু পদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র চারটি ছাত্রী হলের ৪ জন নারী প্রভোস্ট রয়েছেন। ছেলেদের হলে প্রভোস্ট হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য এ যাবতকাল কোন নারীই আবেদন করেননি। এ পর্যন্ত দু'জন নারী সিন্ডিকেট সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারা হলেন, বেগম নুরুন নাহার ও বর্তমান উপ-উপাচার্য জিন্নাতুননেছা তাহমিদা বেগম। এঁরা দু'জনই রোকেয়া হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট হিসাবে প্রভোস্ট ক্যাটাগরি থেকে সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। অথচ সিন্ডিকেটের অনেক পদই মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। কেবল নারীদেরই এসব পদে মনোনয়ন দেয়া হয় না।

এদিকে ডিন পদে গত ৮০ বছরে একজন নারীই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসনা বেগম কিন্তু তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি। এছাড়া শিক্ষক সমিতির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদেও কখনও কোন নারীকে দেখা যায়নি। এসব পদে অবশ্য কয়েকবার নারী প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেননি। এবার যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন অধ্যাপক তাহমিনা আখতার। তিনি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভোটারদের মতে, ভোটাররা বেশিরভাগ পুরুষ বলেই নারীরা সব পদে জয়ী হতে পারেন না। এছাড়া পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও শিক্ষক রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা না থাকায় নারীরা হেরে যান। শিক্ষক সমিতির সভাপতি পদে '৯৬ সালেই প্রথম একজন নারীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। তিনি সাদা দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নির্বাচনে হেরে যান। ২০০১ সালে বর্তমান উপ-উপাচার্য জিন্নাতুননেছা তাহমিদা বেগম সাদা দল থেকে শিক্ষক সমিতির সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনিও হেরে যান। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে নারীর এই বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে শিক্ষক রাজনীতিতে নারীর অপ্রতুল অংশগ্রহণকেই দায়ী করা হয়।

আফরোজা নাজনীন